রামায়ণের রচনাকাল

বর্তমানে রামায়ণ আমাদের কাছে যেরূপে উপস্থিত তার শুধুমাত্র রচনা কালই নয়, এর প্রণেতা নিয়েও পণ্ডিত মহলে সন্দেহ যথেষ্ট। মনে করা যেতে পারে রামচন্দ্র একদিনে দেবতা হয়ে যায়নি। মানব থেকে দেবত্ব প্রাপ্তিতে বহু কাল লেগে গেছে।

প্রাচীন ঐতিহ্য অনুসারে রামায়ণ ও মহাভারতের মধ্যে রামায়ণ পূর্ববর্তী। এখানে রাম ভগবান বিষ্ণুর অবতার। তাঁর আবির্ভাব ত্রেতা যুগে। তিনি সর্বথা শ্রীকৃষ্ণের পূর্ববর্তী। রামায়ণ আদিকাব্যরূপে সর্বজন বিদিত। বাল্মীকি আদি কবি। এছাড়াও মহাভারত ও বৌদ্ধ সাহিত্যে রামায়ণের প্রভাব সুস্পষ্ট।

আধুনিক গবেষকগণ উক্ত ঐতিহ্যমত মাথায় রেখে ও নব নব মত প্রণয়ন করেছেন। যেমন পণ্ডিত ওয়েবার বলেছেন – এটি রূপক কাব্য, এর কোন ঐতিহাসিক সত্যতা নেই, এতে দাক্ষিণাত্যে আর্য সভ্যতার বিস্তার বর্ণিত হয়েছে। এর কোনো চরিত্র ঐতিহাসিক নয়। এটি সাকেত ও পাটলিপুত্র নগরীর পূর্বে রচিত। তাই বুদ্ধ পূর্ববর্তী খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থশতক রামায়ণের রচনাকাল।

আধুনিক পণ্ডিত জ্যাকোবি মনে করেন – রামায়ণ ঋগ্বেদের ইন্দ্র-বৃত্র উপাখ্যানের নবরূপ, এর ভাষা লৌকিক সংস্কৃত। তবে এর সময় কাল প্রাক্ বুদ্ধযুগ।

রামায়ণের কাল নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হয়ে আরও বলা যায় যে – রামায়ণে বুদ্ধের প্রভাব নেই, রামায়ণে মহাভারতের প্রভাব নেই, রামায়ণের প্রাচীন অংশগুলি উপনিষদের সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত, রামায়ণে বৈদেশিক প্রভাব নেই, রামায়ণের ভাষাকে একেবারে লৌকিক বা ধ্রুপদী বলা যায় না। তাই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে – রামায়ণের মূল কাহিনী, কাঠামো খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের। কিন্তু বর্তমান রূপটি সংকলিত হতে সময় লেগেছিল খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতক থেকে খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতক। প্রায় চারশ বছর।